শিশু নিখোঁজের ঘটনায় ধুন্ধুমার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগ থেকে এক সদ্যজাত নিখোঁজের ঘটনা ঘটে। তারপর থেকে নিখোঁজ ওই শিশুর পরিবার দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায় হাসপাতালে। ভাঙচুর করে প্রসুতি বিভাগে। প্রসুতি বিভাগের নার্সদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে ওই নিখোঁজ পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এরপরে বুধবারেও ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটে মহকুমা হাসপাতালে। বুধবার দুপুরে নিখোঁজ শিশুর আত্মীয়রা হাসপাতালে ঢুকে শিশুর বদলে শিশু চাই। তা না পেলে বোম মেরে হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে হাসপাতালে। পুলিশের সাথে প্রথমে বচসা বাঁধে নিখোঁজ শিশুর পরিবারের আত্মীয়দের। বেশকিছুক্ষণ উত্তেজনার পরিবেশ দেখা যায় গোটা হাসপাতাল চত্বরে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ দেবব্রত দাসের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার প্রসুতি বিভাগে নার্সদের মারধর ও ভাঙচুরের সময় পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তাই বুধবার বেশ কিছু লোকজন নিয়ে হাসপাতালের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় হাসপাতাল সুপারকে। অন্যদিকে, ওই শিশুর আত্মীয়দের হাসপাতাল থেকে বের করে দেয় নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। হাসপাতালে যান ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদি, এসিপি (পূর্ব) বিমল কুমার মন্ডল-সহ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের অন্যান্য কর্তারা।

ওই নিখোঁজ শিশুর মা পাপিয়া বিবির মামা সেখ কুরবান যার বাড়ি বীরভূমে তিনি বারবার বলতে থাকেন, আমরা বীরভূমের লোক। বোম বানাতে, মারতে পারি। আমরা ছেলের বদলে ছেলে চাই। না হলে মীমাংসা হোক। ডাক্তারদের মেরে লাট করে দেবো। এরপরেই পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের হাসপাতাল থেকে বাইরে বের করে দেয়। বুধবার হাসপাতালে ওই নিখোঁজ শিশুর মাকে অভয় দিতে যায় দুর্গাপুর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী স্নিগ্ধা মুখার্জী-সহ বহু মহিলাকর্মী। স্নিগ্ধা মুখার্জী আশাবাদী যে, ওই শিশুকে খুঁজে পাওয়া যাবে। বুধবার দিনভোর হাসপাতালে উত্তেজনা। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে হাসপাতালে। অন্যদিকে, ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদি হাসপাতাল ছাড়ার আগে বলে যান, আমরা একজনকে চিহ্নিত করেছি। শীঘ্রই সেই স্কেচ প্রকাশিত হবে।

হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি ঃ আঁকানো হল স্কেচ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সোমবার দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের প্রসুতি বিভাগ থেকে এক সদ্যজাত শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটে। হাসপাতালের এক ট্রেনি নার্স ওই সদ্যজাতকে এই মহিলার কোলে তুলে দেয়। ওই মহিলা নিজেকে ওই শিশুর আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। যে সময় ওই শিশুপুত্রটিকে ওই মহিলার কোলে তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন ওই সদ্যজাতের মা পাপিয়া বিবি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ওই ট্রেনি নার্স ছাড়াও পাপিয়া বিবির বেডে ভর্তি থাকা আরো এক প্রসুতি ওই মহিলাকে দেখেন। মঙ্গলবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক মোদী হাসপাতালে গিয়ে ওই ট্রেনি নার্স এবং পাপিয়া বিবির সাথে একই বেডে ভর্তি থাকা ওই প্রসুতি যার নাম রমা বাদ্যকর তাদের সাথে কথা বলেন। ওই মহিলা যার কোলে সদ্যজাতকে তুলে দেওয়া হয় তার চেহারার বিবরণ শোনেন মঙ্গলবার ডিসিপি-র সাথে থাকা চিত্রকর। তিনি ওই মহিলার বিবরণ শুনে স্কেচ আঁকেন। হাসপাতালের ৮টি সিসিটিভি লাগানো থাকলেও তার হার্ড ডিস্ক খারাপ থাকার কারণে যে মহিলা ওই শিশুকে নিয়ে হাসপাতাল দিয়ে পালাতে সক্ষম হয় আর তাই পুলিশকে এখন স্কেচ আঁকিয়ে খুঁজতে হচ্ছে অপরাধী। কিন্তু কে ওই মহিলা? বছর ৪৫-এর ওই মহিলার পরণে ছিল সবুজ ও নীলরঙের শাড়ি। সে কি সত্যি পাপিয়া বিবিদের পরিচিত কেউ।

বুধবার সেই স্কেচ নিয়ে তল্লাশি শুরু করেছে নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। শিশু নিখোঁজ হওয়ার পরেই হাসপাতালের সুপার ডাক্তার দেবব্রত দাস জানিয়েছিলেন, ট্রেনি নার্স ওই শিশুকে একজনের হাতে দেয় কারণ তিনি নিজেকে পাপিয়া বিবির আত্মীয় বলে ওই বেডের কাছেই ছিলেন। ওই মহিলাকে খুঁজে দুর্গাপুরের বেশ কয়েকটি থানা একযোগে তল্লাশি চালাচ্ছে। আর মাত্র ৫ দিন পরে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপুরের কাঁকসাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রথম প্রশাসনিক বৈঠকে আসছেন আর তার আগে সরকারি হাসপাতাল থেকে এই সদ্যজাতের নিখোঁজের ঘটনার কিনারা করতে মরিয়া পুলিশের হাতে এখন সম্বল বলতে ওই মহিলার স্কেচ।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা ভরাতে আসরে দুই বর্ধমানের শাসকদলের জেলা কান্ডারিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। শাসকদল পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়। দলনেত্রী সব দলের জেলা নেতাদের একপ্রকার হুশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন যেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীদের বিশেষ করে বিজেপির প্রভাব বাড়তে না পারে। কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীর সভা নিয়ে এই মুহুর্তে বর্ধমানের দুই জেলার শাসকদলের কান্ডারিদের ঘুম গিয়েছে ছুটে। বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ২নং ব্লকের শাসকদলের কার্যালয়ে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বিশেষ মিটিং করেন গলসি ১নং ব্লক এবং গলসি ২নং ব্লকের ব্লক নেতাদের সাথে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের সাথে এদিন আলোচনায় ছিলেন গলসি ২নং ব্লকের ব্লক সভাপতি বাসুদেব চৌধুরি এবং গলসি ১নং ব্লকের সভাপতি জাকির হোসেন। সূত্রের খবর, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে গলসির ২ ব্লকের শাসকদলের সংগঠনের শক্তি বাড়াতে নির্দেশ দেন। তবে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় লোক নিয়ে যাওয়া নিয়ে বলে সূত্রের খবর। মন্ত্রী ২ ব্লকের ব্লক সভাপতিকে নির্দেশ দিয়েছেন এক একটি ব্লক থেকে কমপক্ষে দশ হাজার করে লোক নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীর সভায় চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা দেখা যাবে আর কিছু নয় এমনটাই তুলে ধরতে চাইছেন বর্ধমানের দুই জেলার কান্ডারিরা বলে সূত্রের খবর। তবে এদিন মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় গলসির ২ ব্লকের ব্লক সভাপতিদের বিরোধীগোষ্ঠীর নেতাদের দেখা যায়নি বলে সূত্রের খবর। এ বিষয়ে অবশ্য গলসি ১নং এবং গলসি ২নং ব্লক সভাপতিরা এই আলোচনা নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি।

কাঁকসা পশ্চিম বর্ধমানে পড়ছে আর গলসির দুই ব্লক পড়ছে পূর্ব বর্ধমানে। তবে কি কাঁকসায় মুখ্যমন্ত্রীর সভা ভরানোর বিষয়ে রাজ্য নেতারা ভরসা পাচ্ছেন না পশ্চিম বর্ধমানের উপর। আর তার জন্যই কি পূর্ব বর্ধমানের শস্য গোলার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে শিল্পাঞ্চলকে। এই নিয়ে শাসকদলের মধ্যেই বাড়ছে জল্পনা।

মাটি পরীক্ষায় ফলন বাড়ে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ মাটি পরীক্ষা করে মাটির স্বাস্থ্য কার্ড নিয়ে চাষ করার পরামর্শ দিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নদীয়া জেলা পরিষদ সেমিনার হলঘরে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে এই কথাগুলো বলেন কৃষিমন্ত্রী। এদিন তিনি গমচাষিদের সতর্ক করেও নানান কথা বলেন। তিনি বলেন যে, ঝিনাইগাটিতে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে চাষ করলে ফলন বাড়ে। আর এই মাটি পরীক্ষা করার জন্য রাজ্যজুড়ে এগারোটি পরীক্ষাগার তৈরি হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক ব্লকে ব্লকে কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে রয়েছে চাষিরাও ওখানে গিয়েও মাটির পরীক্ষা করতে পারেন। মাটি পরীক্ষা করে মাটির স্বাস্থ্যকার্ড নেওয়া আবশ্যক। মাটির স্বাস্থ্য কার্ড নিয়ে চাষ করলে ফলন তো বাড়বেই তার জন্য জানা যাবে যে মাটিতে কতটা সারের প্রয়োজন আছে মাটিতে কত পরিমাণ জল থেকে শুরু করে কি কি প্রয়োজন আছে সমস্ত বিষয়ে জানা যাবে মাটি পরীক্ষা করলে। তিনি আরো বলেন যে, সরকারের কথামত গম চাষ বন্ধ না করেন তাহলে তাদের কোন ভর্তুকি দেওয়া হবে না। গত দুবছর ধরে হুইট বিলাসট সংক্রমণ রোগের কারণে গম চাষ বন্ধ করা হয়েছে। তার জন্য সরকার লাগাতার প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। প্রচার চালাচ্ছে ব্লকে ব্লকে। গমের বদলে মসুর, ছোলা, সরষে, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী আরো বলেন যে, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে ঠিকমতো সাহায্য পাচ্ছে কিনা এ বিষয়টি আমরা আলোচনা করে গতি আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের সংশোধনাগার মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, জেলাশাসক সুমিল গুপ্তা, রাজ্যের কৃষি দপ্তরের মুখ্য উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার, সঞ্জীব চোপড়া প্রমুখ।

নেতাদের হস্তক্ষেপেও কালনা আদালতে অব্যাহত কর্মবিরতি

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ কালনা মহকুমা আদালতে বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে আইনজীবীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মবিরতি কবে উঠবে এই সম্পর্কে বুধবার কালনা বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাত কুমার সাহা জানালেন যে, প্রকৃত অর্থে সমাধানের জন্য হাইকোর্টের কোন বিচারকের তরফ থেকে কোনো বার্তা আসেনি। জেলার প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিলে অনেক আগেই সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সমাধান করার উদ্যোগ আমাদের চোখে পড়েনি। তাই বলতে পারি আমাদের কর্মবিরতি লাগাতার ভাবেই চলবে এবং বৃহৎ আন্দোলনের পথেই আমরা পা বাড়াবো। বুধবার আরো জানা গেল যে, আদালতে আইনজীবীদের কর্মবিরতি তোলার জন্য সরকারি প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের কাজে যোগদান দেওয়ার নির্দেশ জারি করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে জানা গিয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাত কুমার সাহা জানিয়েছেন যে, বুধবার দেখা গেছে সরকারি প্যানেলভুক্ত শাসকদলের দুই আইনজীবীকে মহকুমা আদালতে ঘুরতে দেখা গেছে, কিন্তু কোন কাজের কাজ তারা করতে পারেননি। সম্পূর্ণভাবে কর্মবিরতি চলছে আদালতে। এদিন ল ক্লার্কের সদস্যরা একটি বৈঠক করে বার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে কর্মবিরতির পক্ষে নৈতিক সমর্থন জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাত কুমার সাহাকে। ল ক্লার্কের সম্পাদক কুমার মন্ডল জানিয়ে দিয়েছেন যে, লাগাতার অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি সমর্থন আমাদের রয়েছে এবং আমরা তাদের সাথে আছি। আরও জানা গিয়েছে যে, আদালতে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন থাকলেও নিয়মিত কাজের সঙ্গে যুক্ত ৬০-৬৫ জন। কর্মবিরতির কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে যে, আদালতের আইনজীবী মোহাম্মদ ফিরদৌস মন্ডল পূর্বস্থলী থানার একটি মামলার ঘটনায় রাজস্থানের জয়পুরে গেলে সেখানে তাকে খুন ও অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় পূর্বস্থলী থানার ওসি সোমনাথ দাস এবং কালনা আদালতের ল ক্লার্ক মানিক দাসের মদত ছিল বলে তিনি ২৭ অক্টোবর মামলা দায়ের করেন। এরপর ৩০ অক্টোবর আদালত থেকে সবরকম নিরাপত্তাকর্মী তুলে নেওয়া হয় গোটা ঘটনার বিচার বিভাগে হইচই পড়ে যায় এরপর জেলা আদালতে যান এবং ঘটনা সম্পর্কে জানতে হাইকোর্টে দুই বিচারপতিও কালনা আদালতে এসেছিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার পরিবর্তে সার্কেল ইন্সপেক্টর ঘটনার তদন্ত এবং আইসি-কে বাদ রেখে তদন্ত প্রক্রিয়া চালানোয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আইনজীবীরা। অভিযুক্তরা মামলা প্রত্যাহারের জন্য লাগাতার হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে আইনজীবীদের পক্ষ থেকে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যার সমাধান করতে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে কালনা আদালতের আইনজীবীরা। আসামী মানিক দাস দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ আইনজীবীদের। গত মঙ্গলবার থেকে লাগাতারভাবেই কর্মবিরতি পালন চলছে আদালতে। অভিযোগ উঠেছে যে, মহকুমা আদালতে আইনজীবীদের ডাকে কর্মবিরতি তুলে দেওয়ার জন্য শাসকদলের হস্তক্ষেপ ছিল। তা সত্ত্বেও কর্মবিরতি তুলতে আইনজীবীরা অনড়। যদিও অভিযোগ উঠেছে যে, আদালতে লাগাতার কর্মবিরতির ফলে সাধারণ মানুষজনের আদালতে কাজকর্ম না করায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কর্মবিরতি কবে উঠবে এ কথা বলতে পারছেন না বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও। যদিও শাসকদলের হস্তক্ষেপের কথা অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

মাগুর মাছের চারা এবং হাঁড়ি প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসি ১নং ব্লকে মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মাগুর মাছের চারা এবং মাছ রাখার হাঁড়ি দেওয়া হয়। গলসি ১নং ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ ইজাহারুল ইসলাম মন্ডল বলেন, দশ জন আদিবাসিকে ২০টি মাছ রাখার হাঁড়ি এবং মাগুর মাছের চারা দেওয়া হয়। সাথে দেওয়া হয় মাছের খাবার এবং চুন। সাধারণ মাছ চাষি যারা বড় পুকুর চাষ করেন তাদের ২৫ কেজি করে মাছের চারা (রুই, কাতলা, মৃগেল) এবং চার কুইন্টাল করে খাবার এবং চুন দেওয়া হয়েছে বলে জানান, গলসি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ।

কপিল সিব্বলের কুশপুতুল দাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসা বিজেপি বুধবার বিকালে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের কুশপুতুল দাহ করলো পানাগড় বাজারে। বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, রাম মন্দিরকে নির্বাচনের সাথে জুড়ে দিয়ে দেশদ্রোহিতার কাজ করেছেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল সুপ্রিম কোর্টে বাবরি মসজিদ নিয়ে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হোক ১৯ পর্যন্ত। এই সওয়াল বিজেপির না পসন্দ হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস তথা কপিল সিব্বলের সমালোচনা করেন। পানাগড় বাজারে বিজেপির পক্ষ থেকে মিছিল করে কপিল সিবালের কুশপুতুল দাহ করে। কাঁকসা কংগ্রেস ব্লক সভাপতি পুরব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি কপিল সিব্বলের কুশপুতুল দাহ করে রাজনীতিতে যেমন দূষণ আনছে তেমনি বায়ুদূষণ করেছে। বিজেপি আর দূষণ সমার্থক শব্দ বলে কটাক্ষ করেন কাঁকসা ব্লক বিজেপি সভাপতি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কাঁকসার এগারো মাইল জঙ্গলে পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্যসড়কে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু একজনের, আহত এক। আটক ডাম্পার চালক ও খালাসি। মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ কাঁকসা থানা এলাকার এগারো মাইল জঙ্গলের পানাগড়-মোড়গ্রাম রাজ্য সড়কে সাইকেল নিয়ে আসছিলেন দুজন। শ্যামনগর কলোনির বাসিন্দা রতন অধিকারী (৫১) সাইকেল চালাচ্ছিলেন আর তার পিছনে ছিলেন একজন। তারা রাস্তা পারাপার করতে গেলে পানাগড় থেকে বীরভূমের দিকে দ্রুত গতিতে যাওয়া একটি ডাম্পার ধাক্কা মারে। আর এই দুর্ঘটনার জেরে রতন অধিকারীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। আহত আরো এক। ঘটনাস্থলে যায় কাঁকসা থানার পুলিশ। ওই সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন যারা তারা ডাম্পারটিকে আটক করে। পুলিশের হাতে তুলে দেয় চালক ও খালাসিকে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। আহত ব্যক্তি ও মৃতদেহ দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। আটক করা হয় চালক, খালাসি-সহ ডাম্পারটিকে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়।

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222

কাঁকসায় প্রবল শীতে মৃত্যু হল এক ভবঘুরে বৃদ্ধ'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কাঁকসার পানাগড়ে শীতের প্রকোপে মৃত্যু হল এক ভবঘুরে বৃদ্ধের। কাঁকসা থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বন্ধ পড়ে থাকা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বারান্দায় এক বৃদ্ধ দম্পতি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বাস করেন। এলাকায় ভিক্ষা করেই দিন গুজরান হয় তাদের। তবে বেশ কয়েকদিন ধরে ঠান্ডার কারণে ওই দম্পতি ভিক্ষা করতেও বেরোতে পারছিলেন না। এরা কারা, কোথা থেকে এসেছেন এলাকার কেউ কিছুই জানেন না। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা সাহায্য করতো তাই দিয়েই কোনো মতে চলতো তাদের। গত কয়েক দিন ধরে অসুস্থ হয়ে পড়েন বৃদ্ধ। তার সাথে সাথে খোলা বারান্দায় উত্তরে হাওয়ায় ঠান্ডার কারণে বুধবার সকালে ওই বৃদ্ধের মৃত্যু হয় বলে অনুমান এলাকাবাসীরা। এলাকার যুবকেরাই ওই বৃদ্ধর সংকারের ব্যবস্থা করে। কাঁকসা থানায় খবর দিলে থানার পক্ষ থেকেই সংকারের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে ওই বৃদ্ধা এখন একা হয়ে গেলেন।

লরির চাকায় পিষ্ট নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ রাতের শিফটে ডিউটি করে বাড়ি ফিরছিলেন বামুনাড়া শিল্পতালুকের এক বেসরকারি ইস্পাত কারখানার নিরাপত্তা রক্ষী অনিল রুইদাস (৪৪)। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বেহাল রাস্তার কারণে সাইকেল থেকে পড়ে যান অনিলবাবু। সেই সময় একটি লরি তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। লরির পিছনের চাকায় পিষে যান এই নিরাপত্তা রক্ষী। সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ দুর্ঘটনা ঘটে। অন্যান্য শ্রমিকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। কিন্তু ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এই বেসরকারি ইস্পাত কারখানার নিরাপত্তাকর্মী। কাঁকসা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘাতক লরিটিকে পুলিশ আটক করেছে। শ্রমিকদের ক্ষোভ একদিকে বেহাল রাস্তা অন্য দিকে লরিচালকদের নিয়ম না মেনে গাড়ি চালানোর জেরে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে এই শিল্পতালুকের রাস্তায়। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাফিক সচেতনতা বাড়াতে কর্মসূচি নেওয়া হবে এই শিল্পতালুকে।

কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে মন্ত্রী অরূপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমানের অবজারভার ও রাজ্যের যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কল্যানেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে বলেন, কে আম খেলো বা জাম খেলো তা আমাদের বিষয় নয়। আমরা উন্নয়ণের দিশারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়ণের কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছি রাজ্য জুড়ে। ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ এনে রাজনীতি করেনা তৃণমূল। যারা এই কাজ করছে তাদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। এদিন কল্যানেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে পাশ্ববর্তী অঞ্চলে কমিউনিটি টয়লেট ও গেষ্ট হাউসের শিলান্যাস করেন। পাশাপাশি ডিসেরগড় অঞ্চলে একটি জল প্রকল্প উদ্বোধন করবেন তিনি। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দুদিনের ঠাসা কর্মসূচি নিয়ে আসানসোলে মঙ্গলবার রাতে এসে পৌঁছেছেন অরূপ বিশ্বাস।